292730 - গোসল ভঙ্গের কারণগুলো কি কি?

প্রশ্ন

আমার নখ যদি লম্বা থাকে ও অপ রিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কি আমার গোসল বাতিল হয়ে যাবে? গোসলকালীন সময়ে যা কিছু গোসলকে বাতিল করে দেয় আমি ঐ বিষয়গুলো জানতে চাই। উদাহরণতঃ গোসলকালীন সময়ে পানি ফ্লোরে পড়ে ছিটা আসা। এতে করে কি গোসল বাতিল হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

গোসল সহিহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। যদি এ শর্তগুলো পূরণ না হয় তাহলে গোসল বাতিল হয়ে যাবে। শর্তগুলো হচ্ছে:

প্রথম শর্ত: নিয়ত

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "প্রত্যেক আমল নিয়ত অনুযায়ী (ধর্তব্য) হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে সেটাই তার প্রাপ্য।"[সহিহ বুখারী (১) ও সহিহ মুসলিম (১৯০৭)]

তাই তার গোসলের শুরুতে এ গোসলের মাধ্যমে জানাবাত (অপবিত্রতা) উত্তোলন করার নিয়ত করতে হবে।

শাইখ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন:

নিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে— ইবাদতগুলোকে অভ্যাসসমূহ থেকে পৃথক করা কিংবা ইবাদতগুলো থেকে অভ্যাসগুলোকে পৃথক করার সময় ইবাদতগুলোর স্তরভেদে নির্ধারণ করা। এর কিছু উদাহরণ হল:

১। আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে যেমন গোসল করা হয়; সেটা হল নাপাকি থেকে; আবার মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন- ঠাণ্ডা লাভ, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, চিকিৎসা কেন্দ্রিক কিংবা ময়লা-আবর্জনা দূর করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থেকেও গোসল করা হয়। এই উদ্দেশ্যগুলোর প্রেক্ষিতে যেহেতু গোসল করা হয়ে থাকে তাই কোনটি আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য করা হয় আর কোনটি মানুষের নানা উদ্দেশ্য থেকে করা হয় সেটা পৃথক করা আবশ্যকীয়।[কাওয়ায়েদুল আহকাম (১/২০) থেকে সমাপ্ত]

গবষেণা ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

আমি পবত্রি অব্স্থায় গোসল করছে িবধিায় বড় অপবত্রিতা দূর করার নয়িত করনি। গোসল করার শষেে আমার মনে পড়ল য,ে গোসল করার আগে আমি জুনুব (অপবত্রি) ছলিাম। তাই আমার উপর কি পুনরায় গোসল করা আবশ্যকীয়; নাকি আমি ঐ গোসলরে মাধ্যমে পবত্রিতা লাভ করছে?ি

জবাবে তারা বলনে: যদি আপনি পরচ্ছিন্নতা অর্জন ও ঠাণ্ডা লাভরে নয়িতে গোসল করে থাকনে তাহলে আপনার উপর আবশ্যক পুনরায় বড় পবত্রিতা উত্তোলন করার নয়িতে গোসল করা। কনেনা আপনি প্রথম গোসলরে মাধ্যমে নয়িত করনেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমলগুলো নয়িত দ্বারা হয়ে থাক"ে।

[আল-লাজনাদ দায়মিা ললি বুহুছি ওয়াল ইফতা: সালহে আল-ফাওযান, আব্দুল আযযি আলে শাইখ, আব্দুল্লাহ্বনি গাদইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক আফফি, আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ্বনি বায। [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (৪/১৩৩) থকেে সমাপ্ত]

দ্বতিীয় শর্ত: গোসলরে পানি পবত্রি হওয়া

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলনে: পানি হয়তো নাপাকি দ্বারা পরবির্ততি হবে কংিবা অন্য কছিু দ্বারা পরবির্ততি হব।ে যদি নাপাকি দ্বারা পরবির্ততি হয় তাহলে আলমেগণ ইজমা করছেনে য,ে সইে পানি অপবত্রি ও অ-পবত্রিকারী।[আত্-তামহীদ (১৯/১৬)]

তাই কউে যদি গোসল শুরু কর,ে এরপর খয়োল করে য,ে পানি নাপাক তাহলে তার কর্তব্য হল: পবত্রি পানি দয়িে পুনরায় গোসল করা।

পক্ষান্তরে যে পানরি ছটিা এসে পড়ে ও গোসলকারীর শরীর থকেে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে সইে পানি পবত্রি।

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলনে:

আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেনে য,ে যে অপবত্রি ব্যক্তরি শরীররে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নাপাকি নাই সে যদি তার মুখে ও হাতে পানি ঢালে এবং সে পানি তার উপর দয়ি,ে তার কাপড়রে উপর দয়িে গড়য়িে পড়ে সে পানি পবত্রি। কারণ সটো পবত্রি পানি পবত্রি শরীরে লগেছে...।

আলমেদরে ইজমার মধ্যে রয়ছেে য,ে ওযুকারী ও গোসলকারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লগেে থাকা পানি ও ফোঁটা ফোঁটা করে কাপড়রে উপর পড়া পানি পবত্রি: এটি ব্যবহৃত পানি পবত্রি হওয়ার দললি।[আল-আওসাত (১/২৮৮) থকেে সমাপ্ত]

যদি কোন মুসলমি পবত্রি পানি দয়িে গোসল করে এবং সইে পানি পবত্রি ফ্লোররে উপর পড়ে অতঃপর সইে পানরি ছটিা

পুনরায় শরীরে পড়ে তাহলে সটো গোসলরে শুদ্ধতার উপর বা শরীররে পবত্রিতার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না।

বর্তমান যুগরে গোসলখানাগুলো: মলত্যাগরে স্থান গোসলরে স্থান থকেে আলাদা। তাই গোসলরে স্থান নাপাক হয় না। গোসলরে ফ্লোররে ব্যাপারে নছিক সন্দহে ধর্তব্য নয়; যাতে করে ওয়াসওয়াসার পথ উন্মুক্ত না হয় এবং ফ্লোরে পড়া পানকিে কংিবা গোসলকালে গায়ে পড়া পানরি ছটিাকে নাপাক বলে হুকুম দয়ো যায় না। হ্যাঁ; যে ফ্লোরে গোসল করা হচ্ছে সইে ফ্লোরে নাপাকি আছে মর্মে যদি জানা যায় তাহলে ভন্নি কথা।

তৃতীয় শর্ত: গোটা দহেে পানি পৌঁছা। যাতে করে শরীরে এমন কছিু না থাকে যা পানি চামড়ায় পৌঁছা বা চুলে পৌঁছাকে বাধাগ্রস্ত কর।ে কারণ জানাবাত বা অপবত্রিতা গোটা দহেরে সাথে সম্পৃক্ত।

ইমাম নববী বলনে: "তারা এই মর্মে ইজমা করছেনে য,ে জানাবাত গোটা দহেে আপততি হয়।"[আল-মাজমু (১/৪৬৭) থকেে সমাপ্ত]

তাই চামড়ার উপরে যদি কোন ডাক্তারি প্লাস্টার থাকে কংিবা চুলরে উপর এমন কোন পদার্থ থাকে বা চমড়ার উপর থাকে যা পানি পৌঁছতে বাধা দয়ে তাহলে এমতাবস্থায় গোসল শুদ্ধ হবে না। অবশ্যই এ জনিসিগুলো দূর করতে হবে যাতে করে গোসল শুদ্ধ হয়।

লম্বা নখরে নীচে ময়লা থাকলে অধকিাংশ ক্ষত্রেে পানরি তারল্যরে কারণে সটেি নখরে নীচে পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে না। যদি বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সটেি যৎসামান্য বধিায় ক্ষমার্হ। তাছাড়া যহেতেু এটি মানুষরে মাঝে ঘটাটা প্রসদ্ধি; কন্তিু শরয়িত ওযু বা গোসলকালে নখরে নীচে পানি পৌঁছানো নশ্চিতি করার নর্দিশে দয়েনি।

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে:

যদি নখরে নীচে ময়লা থাক: যদি তা কম হওয়ায় নখরে নীচে পানি পৌঁছতে বাধা না দয়ে তাহলে ওযু শুদ্ধ। আর যদি বাধা দয়ে: সক্ষেত্রেে মুতাওয়াল্লি অকাট্যভাবে বলছেনে য,ে যথষ্টে হবে না এবং অপবত্রিতা দূর করবে না। যমেনভিাবে শরীররে অন্য জায়গায় ময়লা থাকলওে অপবত্রিতা দূর হত না।

আল-গাজালি "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে নশ্চিতি করনে য,ে যথষ্টে হবে এবং ওযু-গোসল শুদ্ধ হবে এবং প্রয়োজনরে কারণে এটি ক্ষমার্হ। তনিি বলনে: যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে নখ কাটার নর্দিশে দতিনে, নখরে নীচরে ময়লাকে অপছন্দ করতনে; কন্তিু পুনরায় নামায পড়ার নর্দিশে দনেনি।[আল-মাজমু (১/২৮৭) থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

যদি যৎসামান্য নখরে ময়লা পানি পৌঁছতে বাধা দয়ে তাহলওে পবত্রিতা অর্জন শুদ্ধ হব।ে[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা

(৫/৩০৩) থকেে সমাপ্ত]

এই পয়ন্টেে আরও বশেি জানতে 265777 নং ও 27070 নং প্রশ্নোত্তরটি দখেুন।

চতুর্থ শর্ত: এটি আলমেদরে মাঝে মতভদেপূর্ণ বষিয়। সটেি হচ্ছ— গোসলরে অঙ্গগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করা এবং দীর্ঘ সময়রে বরিতি না ঘটা।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

"অধকিাংশ আলমে গোসলরে মধ্যে বচ্ছিন্নিতাকে গোসল বাতলিকারী হসিবেে মনে করনে না। তবে রবিআি বলনে: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করবে আমি মনে করি তার উপর পুনরায় গোসল করা আবশ্যক। লাইছও এ কথা বলছেনে। মালকে থকেে একাধকি অভমিত এসছে। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রদরেও এক অভমিত হচ্ছে এটি।

তবে জমহুর আলমে যে মতরে উপর আছনে সটোই উত্তম। গোসলে তারতীব বা ক্রমবন্যিাসই ওয়াজবি নয় সুতরাং পরম্পরাও ওয়াজবি নয়।[আল-মুগনী (১/২৯১-২৯২) সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) "যাদুল মুসতাকনি" গ্রন্থরে ব্যাখ্যায় বলনে:

গ্রন্থাকাররে কথার সরাসরি ভাব হল: গোসলে পরম্পরা শর্ত নয়। অতএব কউে যদি তার শরীররে কছিু অংশ ধৌত করে এরপর দীর্ঘ সময় পর অবশষ্টি অংশ ধৌত করে তাহলে তার গোসল সহহি। এটাই মাযহাবরে অভমিত।

কউে কউে বলছেনে: পরম্পরা রক্ষা করা শর্ত। এটি ইমাম আহমাদ থকেে বর্ণতি। বর্ণতি আছ: এটি ছাত্রদরে অভমিত...।

এটি -অর্থাৎ পরম্পরা শর্ত হওয়াটা- অপক্ষোকৃত শুদ্ধ অভমিত। কারণ গোসল গোটাটাই একটি ইবাদত। তাই গোসলরে একাংশ অপরাংশরে উপর পরম্পরার ভত্তিতিে সংঘটতি হওয়া অনবিার্য।

তবে, কউে যদি ওযররে কারণে বক্ষিপ্তি ভাগে গোসল কর; যমেন পানি শষে হয়ে যাওয়ার কারণে এরপর যদি পানি পায় তাহলে প্রথমে যে অংশ ধুয়ছেে পুনরায় সে অংশ ধোয়া আবশ্যক হবে না। বরঞ্চ অবশষ্টিাংশ পরপিূর্ণ করব।[আল-শারহুল মুমতি (১/৩৬৫) থকেে সমাপ্ত]

তাই একজন মুসলমিরে কর্তব্য নজিরে গোসলরে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। গোসলরে অংশগুলোর মাঝে লম্বা সময়রে বচ্ছিন্নিতা সৃষ্টি না করা; যাতে করে মতভদেরে ঊর্ধ্বে থাকতে পারনে এবং নামাযরে শুদ্ধতার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।